রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

শিব-চতুর্দ্দশী

(পৌরাণিক গীতিনাট্য)

(মিনার্ভা, কোহিনুর, মনোমোহন ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের

সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত ।

ষষ্ঠ সংস্করণ

বুধবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৩১২ সাল,
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
১লা ফাল্গুন, ১৩৩৭ সাল ।

মূল্য ।৵০ দুই আনা ।

শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,

২৯নং কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা।

চরিত্র

(পুরুষ)

হর

নন্দী, শিবদূতদ্বয়, যমদূতদ্বয়, সন্ন্যাসী,
শিষ্যগণ, ব্যাধগণ ও প্রমথগণ ।

(স্ত্রী)

পার্ব্বতী

ব্যাধ-পত্নীগণ

'শিব-চতুর্দ্দশী"

১৩১২ সাল, ৯ই ফাল্গুন, বুধবার, শিবরাত্রিতে, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

সত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।

অধ্যক্ষ—স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

শিক্ষক	স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত তারাপদ রায়।
নৃত্য-শিক্ষক	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	স্বর্গীয় কালীচরণ দাস।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও

নন্দী	স্বর্গীয় মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল।
সন্ন্যাসী	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
ঐ শিষ্যদ্বয়	„ মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)। „ ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্যাধ	স্বর্গীয় জীবনকৃষ্ণ পাল।
শিবদূতদ্বয়	স্বর্গীয় জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দে।
যমদূতদ্বয়	স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ সরকার। শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত।
ব্যাধ-পত্নী	পরলোকগতা নগেন্দ্রবালা।
১ম ব্যাধ নারী	শ্রীমতী চপলাসুন্দরী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ব্যাধ-পল্লী

ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীগণ।

(গীত)

সরাব ভর্‌তি হাঁড়া টানো ভরপূর।
লিয়ে আলাই-বালাই যাবে বুকের গুর্ গুর্॥
হিলে হিলে নেচে চলে,
হাতে হাতে ধ'রে কুঁদি খেলে,
মাতামাতি পরাণ খুলে,
আধা চেয়ে আঁখি থাক্‌বে ঢুলে ;
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ হও নেশাতে চুর॥

[ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ব্যাধ। ক্ষিদের চোটে মুয়ে বাক্যি সর্‌তিছে না। হাঁড়ী উট্‌কো, টেংরি-টাংরা যা থাকে দে, চাবাই।

ব্যাধ-পত্নী। চাবাবা হাঁড়ীর কানাড়া—তিনদিন সরাব গিল্‌তিছ,

আর চাট্ মারতিছ; চাবাবার টেংরি খুঁজ্তিছেন। ঘর খুঁজে একটা পিঁপড়ে পাবার যো নাই।

ব্যাধ। হ্যাদে, পাখ্-পাকালি এত ছ্যালো, সব কনে গেল?

ব্যাধ-পত্নী। পাখ্-পাকালি ছ্যালো, মরণ আর কি!—তিনটে বিনকুড়ে হরিণের ছ্যা, দু'পোন বোন-বিড়িলি, আর দুকুড়ি পাখ—এরি তল্লাস নিতিছেন। ছ্যা গুলোনেরই আঁটে না, তারা খাই খাই কত্তিছে।

ব্যাধ। এই ছ্যাগুলোনেরই সব গিল্তি দিছ?

ব্যাধ-পত্নী। মর মিন্সে, ক্ষিদির জ্বালায় তাদের মুয়ে বাক্যি সর্তিছি না। ঐ ক'টা খেয়ে কি বাছারা থাক্তি পারে?

ব্যাধ। তবে আন্ কাতান্, মোর পাছা দুটো কাটি দিই, তাদের গিল্তি দাও, আর লউটা তুমি চুমুক মেরো।

ব্যাধ-পত্নী। হ্যাদে, বক্ বক্ কর্বি, না শিকারে যাবি?

ব্যাধ। শিকারে যাব না তো তোমার দরিয়ার মত প্যাট ভরাব কিসে? দে দে, তীর খান্টা দে, চল্লাম। শিকার থে এসে আর কাট কুড়ুতে যেতে পার্বো না।

ব্যাধ-পত্নী। ত্থাখ্ চেয়ে, উনুন কি জলেছে, যে কাট ফুরোবে?

ব্যাধ। নে চল্লাম, তোর সাথ্ বকৃতি পারবো না। [ব্যাধের প্রস্থান।

ব্যাধ-পত্নী। এখন দেখি যাইয়ে, শাক-পাতাড় কোথায় কি হাতড়ি পাই। ছ্যাগুলোন এখুনি ছুটে আস্বে।

(গীত)

থুক্ দিই—এই শিকারীর কপাল।
জোটে তো দেদার মজা, নইলে কাঁদে কুকুর-শিয়াল॥
যদি পাই একটা সোনা ব্যাং,
মজা ক'রে চিবুই চাবুটে ঠ্যাং,
গুগ্লি সামুক দেখি নে মুখ, শুকিয়ে গেছে খাল॥

ক্ষিদেতে বাকর জলে,
গোটা কুড়ি চড়াই পেলে,
টপাটপ্ ফেলি গিলে, পুড়িয়ে ডানা-ছাল।
খরা বরা দেশ ছেড়েছে, ক'র্‌বো কারো ঘা'ল ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—০:*:০—

বনমধ্যস্থ বিল্ববৃক্ষ-তল

(সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

(গীত)

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসতিং
হস্তে কপালং সিতং,
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভং
কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গা ফেনসিতা জটা
পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি,
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং
পাপক্ষয়ং শঙ্কর ॥

সন্ন্যাসী। বৎস, আজ ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী। আজ দেবাদিদেব মহাদেবের পরম প্রিয় তিথি। আজ উপবাসী থেকে রাত্রে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু দিয়ে যথাক্রমে চারি প্রহরে বাবাকে স্নান করিয়ে পূজা ক'র্‌লে পরম পুণ্য। এ ব্রতে বাবার যেমন প্রীতি, যাগ-যজ্ঞাদি কোন কার্য্যই তাঁর তেমন তৃপ্তিকর নয়।

১ম শিষ্য। প্রভু, যদি কোন ভক্ত চারি প্রহরে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু

দিয়ে বাবাকে স্নান করিয়ে পূজা ক'রতে অসমর্থ হয়, তা হ'লে কি সে বাবার কৃপালাভে বঞ্চিত হবে ?

সন্ন্যাসী। বৎস, উপবাস ও রাত্রি-জাগরণে—বাবার নাম শ্রবণ, মনন, ধ্যান, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যই প্রশস্ত, সেই উদ্দেশ্যে চারি প্রহরে চারি পূজার বিধি।

২য় শিষ্য। প্রভু, শিবকে কেন মহাদেব বলে ?

সন্ন্যাসী। বৎস, বিশ্ব যখন জলময়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন। অকস্মাৎ মহামায়া গলিত শবরূপে, সেই কারণ-সলিলে ভাসমানা হ'য়ে, প্রথমে বিষ্ণুর নিকট গমন ক'রেন ; বিষ্ণু দুর্গন্ধে বিরক্ত হ'য়ে উঠে গেলেন। শবদেহ তখন ভাস্‌তে ভাস্‌তে ব্রহ্মার নিকট গেল ; দুর্গন্ধে ব্রহ্মা মুখ ফেরালেন, শবদেহ পুনরায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে ব্রহ্মার অপর পার্শ্বে গমন ক'র্‌লে। ব্রহ্মা পুনরায় মুখ ফেরালেন, এইরূপে চারিদিকে মুখ ফিরিয়ে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হ'লেন ; শবদেহ তখন শিবের নিকট উপস্থিত হ'লো, নির্ব্বিকার মহেশ্বর সেই শব ল'য়ে আসন ক'র্‌লেন। তখন "মহাদেব মহাদেব" ব'লে শূন্যবাণী হ'লো, সেই হ'তে মহেশ্বর নাম প্রচার। পরে বিশ্বজননী প্রসন্না হ'য়ে শতবার দেহত্যাগের পর ভার্য্যারূপে দেবাদিদেবের সহিত মিলিত হ'য়ে ক্রমে সৃষ্টি প্রকাশ ক'র্‌লেন।

২য় শিষ্য। প্রভু, দেবদেবের অধিক মাহাত্ম্য কিসে ?

সন্ন্যাসী। বৎস, দেবতাই হোন্ আর মনুষ্যই হোক, ত্যাগ-স্বীকার ব্যতীত কেহই মহৎ হ'তে পারে না। দেবাদিদেব মহাদেব সেই ত্যাগের আদর্শ। সমস্ত দেবগণ রত্নাদিগঠিত নিকেতনে বাস ক'চ্ছেন, শিব সর্ব্বজীবের ঘৃণিত শ্মশানে বাস ক'র্‌লেন। সমস্ত দেব-গণের বিচিত্র মণিমুক্তা-শোভিত পরিচ্ছদ, শিবের পরিধানে বৃক্ষ-ত্বক্ বা পশু-চর্ম্ম। সমস্ত দেবগণের চন্দনাদি লেপনে অঙ্গ সৌরভান্বিত,

মহাদেবের অঙ্গে চিতার ছাই ; দেবগণের রূপবান বাহন, মহাদেবের বৃদ্ধ বৃষ। দেবগণের কণ্ঠে বহুমূল্য রত্নাদিশোভিত মণিমালা, দেবাদি-দেবের কণ্ঠে হাড়ের মালা। দেবগণ গন্ধর্ব্বাদি উচ্চ-যোনি বেষ্টিত, মহাদেব বিশ্বের ঘৃণিত—অনাথ, নিরাশ্রয় ভূতদানা পরিবৃত।

১ম শিষ্য। প্রভু, সংশয় দূর করুন। কুবের যাঁর ধনরক্ষক, অন্নপূর্ণা যাঁর গৃহিণী, কৈলাস যাঁর আলয়, তিনি কি কারণ শ্মশানে ভূতদানা সঙ্গে ভিখারীর ন্যায় ভ্রমণ করেন ?

সন্ন্যাসী। বৎস, বলেছি তো—ত্যাগস্বীকার ব্যতীত কেউ মহৎ হ'তে পারে না। জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগের আদর্শ মূর্ত্তি দেখিয়ে, জীবগণকে মহত্ত্বের পথে পরিচালিত ক'র্‌বার জন্যই দেবদেবের এই বেশ।

২য় শিষ্য। প্রভু, শুনেছি মহাদেবের অন্য নাম ভোলানাথ, এ নামের সার্থকতা কি ?

সন্ন্যাসী। বৎস, দেবদেব যেমন অল্পে সন্তুষ্ট হন, এরূপ অনায়াসে কোন দেবতাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। তিনটী বিল্বপত্র পেলেই তিনি প্রসন্ন। অল্প আয়াসেই এঁর কৃপালাভ হয়, এই কারণে ভক্তগণ বাবাকে ভোলানাথ ব'লে ডাকে।

১ম শিষ্য। প্রভু, দেখুন, পশ্চিমে এক খণ্ড মেঘ প্রবলবেগে উঠ্‌ছে, সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সন্ন্যাসী। বৎস, সন্ধ্যাও সমাগত। আজ বড় দুর্য্যোগের সম্ভাবনা দেখ্‌ছি। চল, আমরা বাবার পূজার বিল্বপত্র সংগ্রহ ক'রে আশ্রমে প্রত্যাগমন করি।

(সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণের গীত)

ধূর্জ্জটী নাচে শ্মশানে।
ঊর্দ্ধ বাহুদ্বয় পরশিছে গগনে॥

ভীত ত্রস্ত ভালে কাঁপিছে সোম,
জটাঘাতে ঘন আলোড়িত ব্যোম
ধরিত্রী টল টল তাণ্ডব-নর্ত্তনে ॥
"নাশ নাশ" রবে ভুবন নাদিত,
রাম নামে পুনঃ বিশ্ব পুলকিত,
ভীম ভয়ঙ্কর, করুণাকর হর,
আশুতোষ ভোলা, নমস্তে চরণে ॥

[সকলের প্রস্থান।

(শিকার লইয়া ব্যাধের প্রবেশ)

ব্যাধ। বাপ্ রে কি ঝড় ঝাপটা, যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। কনে এলাম? হাওয়া তো চলতিছি না, যেন গোঁ-গুঁইয়ে ভূত নাচ্‌তিছে। কি করবো কনে যাব? বাপ্, কি আঁধি! কিছু দেখ্‌তি পাই না। বাস্‌রে! এটা কি হাতে ঠেক্‌লো? দেখ্‌ছি গাছটা, বেলপাতের গন্ধ পাতিছি, এটা তবে বেলগাছ, এটারে আঁকড়ে ধরি। বাস্‌রে! ঝড় থাম্‌লো তো বাদল ছাড়বার চায় না! যা শিকার করলাম, বাঘে গাপ করবে! নিজি জান বাঁচাতি পারলি হয়। ইরই উপর উঠি। ওরে বাপ্‌রে! জল থামে তো আঁধি ছাড়তি চায় না! ইস্ কি ঘন আঁধি! মনে হতিছে—তীর মেরে ছেঁদা করি। ধীরি ধীরি গাছে উঠি। রাত্‌টে এইখানেই কাটাই, দিনটে কিছু খাতি পাল'ম না, রাতটেও সোঁদা যাবে দেখ্‌ছি। (বৃক্ষারোহণ) উঃ, কি আঁধি! কি ঝড়! হিমে গা কাঁপ্‌তিছে। পাতাগুলো সব ভিজে গিয়েছে, গায়ে ঠেকে বেজায় জাড় নাগছে। পাতাগুলো ছিঁড়ে ফ্যালাই।

(বিল্বপত্র ছিন্নকরণ ও তাহা নিম্নে শিবলিঙ্গের উপর পতন)

শিবলিঙ্গ। ব্যোম! ব্যোম্! ব্যোম্!

ব্যাধ। বাপ্‌রে, "ব্যোম্—ব্যোম্" কেডা করে! এটা উপদেবতা! শুন্‌তি পাই, বেলগাছে বেহ্মদত্তি থাকে, বেহ্মদত্তির হাতে মরার চাইতে বাঘের হাতে পরাণ যাওয়া ভাল, চম্পট লাগাই!

[বৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন।

তৃতীয় দৃশ্য

বনমধ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রম

সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণ।

সন্ন্যাসী। বৎস, প্রভাত নিকট। চল, আমরা গঙ্গাস্নান ক'রে এসে, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিয়ে পারণ করি। চল, বাবার নাম-সংকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে গঙ্গাতীরে যাই।

(গীত)

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশ-গলাভরণং।
রণনির্জ্জিত-দুর্জ্জয়দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥
গিরিরাজসুতান্বিতবাম-তনুং, তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটী-বিধুং।
বিধিবিষ্ণুশিব-স্তুত পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥
শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত সন্মুকুটং, কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটং।
সুরশৈবলিনী কৃতপূতজটং, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥
নয়নত্রয়ভূষিত-চারুমুখং, মুখপদ্মবিরাজিত-কোটী বিধুং।
বিধুখণ্ড-বিখণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥

(ব্যোম্ ব্যোম্ করিতে করিতে ব্যাধের, আশ্রম-সম্মুখ-দিক দিয়া পলায়ন)

১ম শিষ্য। প্রভু, দেখুন দেখুন,—একজন ব্যাধ, 'ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দ

ক'রতে ক'রতে আশ্রমের সম্মুখ দিয়ে নক্ষত্র-বেগে ছুট্ছে। বন-জঙ্গল, কণ্টকাকীর্ণ বনপথ গ্রাহ্য না ক'রে ধাবিত হ'চ্ছে! বোধ হ'চ্ছে, হিংস্রক পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়েছে। ঐ দেখুন, নিমেষ মধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হ'লো।

সন্ন্যাসী। বৎস, আজ আমাদের বাবার পূজা সার্থক হ'লো। নিশা-শেষে পরম শিবভক্তের দর্শন পেয়ে পবিত্র হ'লেম।

২য় শিষ্য। প্রভু, কি আজ্ঞা ক'চ্ছেন? একজন ভয়বিহ্বল ব্যাধ উন্মত্তবৎ ছুটে গেল, বোধ হয় ব্যাঘ্র বা কোন হিংস্রক পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়েছে। যদি আমাদের অনুমান সত্য হয়, তা হ'লে এতক্ষণ ব্যাঘ্রের করাল কবলগত হ'য়েছে।

সন্ন্যাসী। বৎস, ব্যাঘ্রের সাধ্য কি, যে ব্যাধের কেশস্পর্শ করে! দিব্য-চক্ষে দেখ্লেম, ব্যাধের অগ্রে অগ্রে শিবদূত ত্রিশূল হস্তে যাচ্ছে।

১ম শিষ্য। গুরুদেব, আমাদের মোহাচ্ছন্ন নয়ন, কিরূপে এ কথা বিশ্বাস ক'র্বো?

সন্ন্যাসী। বৎস, যদি তোমাদের অবিশ্বাস হয়, তা হ'লে আমি তোমাদের দিব্য-চক্ষু প্রদান ক'চ্ছি তোমরা ব্যাধের ভাগ্য দর্শন করো। হে মঙ্গলময় সদাশিব, হে কৈলাসেশ্বর উমাপতি, যদি তোমার চরণে আমার কণামাত্র মতি থাকে, তা হ'লে আমার শিষ্যগণের মোহ দূর করুন, ভক্তের প্রতি আপনার কিরূপ কৃপাদৃষ্টি, তা প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রে, এরা পবিত্র হোক্। বৎস, নয়ন মুদ্রিত ক'রে শিব-মূর্ত্তি চিন্তা করো।

(নয়ন মুদ্রিত করিয়া প্রথম শিষ্যের ধ্যানমগ্ন হওন)

সন্ন্যাসী। কি দেখ্ছো?

১ম শিষ্য। প্রভু—প্রভু, গুরুদেব! অধম সন্দিহান শিষ্যের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার ক্ষুদ্রদৃষ্টি, ক্ষুদ্রশক্তি,—তাই আপনার বাক্যে

সন্দেহ ক'রেছি। ধন্য আপনার দয়া। আপনার কৃপায় আজ বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য, শিবরাত্রির কি ফল—বুঝ্‌তে পেরেছি।

২য় শিষ্য। ভাই, কি দেখ্‌লে—বর্ণনা ক'রে আমাদেরও ধন্য করো।

১ম শিষ্য। অদ্ভুত—অদ্ভুত! ব্যাধ সমস্ত দিবস উপবাস ক'রে শিকার ল'য়ে বাড়ী ফির্‌ছিলো, সন্ধ্যার সময় দারুণ-দুর্য্যোগে পথ-ভ্রান্ত হ'য়ে নিবিড় বন-মধ্যে গিয়ে পড়ে। অন্ধকারে ভয়বশতঃ এক বিল্ববৃক্ষের উপর উঠে রাত্রি-যাপনের মানস করে। দারুণ শীতে জলসিক্ত বিল্বপত্র ছিন্ন ক'রে নীচে ফেলে দেয়, বৃক্ষ-নিম্নে এক শিবলিঙ্গ ছিল, ধন্য তিথি-মাহাত্ম্য, ব্যাধ-হস্তস্থিত সেই জলসিক্ত বিল্বপত্র পেয়ে বাবা পরম পরিতুষ্ট হ'য়ে 'ব্যোম্‌ ব্যোম্‌' ক'রে ওঠেন! ব্যাধ ভয়বশতঃ বৃক্ষ হ'তে লম্ফ দিয়ে পলায়ন করে, সেই অবস্থায় আমরা তার দেখা পাই। ধন্য তিথি-মাহাত্ম্য! অজ্ঞান ব্যাধ যথার্থ মহা পুণ্যবান্‌।

সন্ন্যাসী। বৎস, এক্ষণে চল, গঙ্গা-স্নানে যাই। যথা সময়ে আমরা ব্যাধকে দর্শন ক'রে নয়ন সফল ক'র্‌বো।

চতুর্থ দৃশ্য

—ঃ০ঃ—

ব্যাধ-পল্লী

(ব্যাধ-নারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝিকিমিকি ওঠে পূবে সোনার ছবি।
গাগরী কাঁকে নে, জলকে যাবি।

রাত ভোর ভোরপুর সরাব খিঁয়ে,
প'ড়ে আছে মিন্সে বেহুঁস হ'য়ে,
একলা নারী, কত সইতে পারি.
(জান হায়রান) রেতে দিনে আর কত ভাবি ॥

১ম ব্যাধ-নারী। ও মিতিন, কি কত্তিছিস্? জল আন্তি যাবি নি?

ব্যাধ-পত্নী। আর বোন্, মিন্সের জন্যে ভেবে মলাম! কাল বিয়ানে শিকারে গেছে, এখনো দেখ্ছি নি! কাল রাতটায় যে আঁধি দেখ্ছিস্ তো? কনে যাইয়ে যে পড়লো—বুঝ্তে পারতিছি নে। কাল রাতটে চোখের পাতা বুজি নি, হাওয়ায় আগড়টা নড়ে আর চোম্‌কে চোম্‌কে উঠি, ভাবি এই বুঝি এলো! ফর্সা হইচে, সুয্যু উঠ্ছে, এখনো তোর মিতে এলো না!

১ম ব্যাধ-নারী। মিছে ভাব্তিছিস ক্যান, মিতে আস্তিছে। (স্বগত) এতক্ষণ মিতেকে বাঘে খেয়ে, নেদে ফেলালো। (প্রকাশ্যে) মিতিন মিতের জন্যি থাক্; আয়, আমরা জল আনতি যাই।

[ব্যাধনারীগণের প্রস্থান।

ব্যাধ-পত্নী। এখনো তো আস্তেছে না। মোর কি কপাল ভাঙ্লো! ছ্যাগুলোন ক্ষিদির চোটে কাঁদি কাঁদি ন্যাতা হ'য়ে পড়েছে। উঠ্লি যে কি খাতি দেব ভাব্তিছি।

(বেগে ব্যাধের প্রবেশ)

ব্যাধ। ব্যোম্—ব্যোম্—ব্যোম্!

ব্যাধ-পত্নী। এই যে—এই যে—মিন্সে ক'নে ছ্যালি?

ব্যাধ। ব্যোম্—ব্যোম্-ব্যোম্!

পত্নী। ব্যোম্—ব্যোম্—কি বল্তিছিস্?

ব্যাধ। বেলতলায়—বেলতলায়—ব্যোম্—ব্যোম্!

পত্নী। বেলতলায় কিরে মিন্সে, তোর শিকার ক'নে?

ব্যাধ। বেলগাছে ঝুল্‌তিছে। ব্যোম্—ব্যোম্—ব্যোম্—বেহ্মদত্যি!

পত্নী। বেহ্মদত্যি কনে, কি বলতিছিন্?

ব্যাধ। শিকার করি ফির্‌তিছি, গোঁ-গুঁইয়ে ঝড়টা এলো, আর সন্‌সনিয়ে মেঘটা ঘেড়'লে, আঁধারে কিছু দেখ্‌তে পারলাম না। একটা বেলগাছে ওঠলাম, তারি ডালে লতাপাতা দিয়ে শিকারটা ঝুলিয়ে রাখ্‌লাম। গাছটাকে জাঁপটে ব'সে আছি, বেলতলায় শোনলাম—ব্যোম্—ব্যোম্—ব্যোম্!

পত্নী। কেডা ব্যোম্ ব্যোম্ ক'রলে রে?

ব্যাধ। খুব ধবো ভূতটো, এমন হাঁক্ কখনো শুনি নি। গাছ থে লাফ পাড়ে ত' চম্পট দেলাম।

পত্নী। শিকারটা কনে থুয়ে এলি?

ব্যাধ। কলাম তো—ঐ ডালটায় ঝুলতিছে!

পত্নী। হ্যাব্‌লো মিন্সে, চল দিনি যাই, ছ্যাগুলোন কি খায়?

ব্যাধ। যাতি চাস তুই যা, মুই পারবো না। সেই 'ব্যোম্ বোম্' মোর ঘাড়টা ভাঙ্‌বে।

পত্নী। তুই দেখাবি চ। মুই বুঝ্‌তিছি, কেডা ব্যোম্—ব্যোম্ করে।

ব্যাধ। মুই যাতি পারবো না, সে ডাকে সিংহীর ডাক থাই মানে না, মেঘের ডাক পাল্লা দিতি পারে না।

পত্নী। মোরে দেখাবি আয়। দিনের বেলায় কি ভয় কত্তিছিস?

ব্যাধ। মুই বুঝ্‌তে পারচি, তোরে যমড়া ডেকেছে। আমি তফাৎ থেকে গাছটা দেখাই দিতিছি, যাতি চা'স—চ।

পত্নী। যমড়া ঘাড় মট্‌কাবে, এখন ক্ষিদি যে ঘাড় মট্‌কাচ্চে! চ,—চ, দেখাবি চ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

—:*:—

বনমধ্যে বিল্ববৃক্ষতল

(ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নীর প্রবেশ)

ব্যাধ-পত্নী। বেলগাছ কনে ?

ব্যাধ। ঐ গাছটা।

পত্নী। তোর শিকার কনে ?

ব্যাধ। ঐ ঝুলতিছে—দেখ্ছিস না ?

পত্নী। কই, কনে ? (বৃক্ষতলে দৃষ্টিপাত করিয়া) হ্যাদে—হ্যাদে—এই তলাটায় কি চক্-চকাচ্ছে ছাখ্।

ব্যাধ। তুই চলি আয়, চলি আয়—সেই ব্যোম্-ব্যোমটা কি তুক্ করুছে।

পত্নী। ঐ জমিদার-গিন্নীর গয়নার মত চক্চকাচ্চে যে রে! এ যে সোনা দেখ্ছি—সোনা!

ব্যাধ। অঁ্যা, সোনা—সোনা! তবে তো বসি-বসি খাতি পারবো, শিকারে যাতি হবে না। রাজাই বা কেডা আর মুইই বা কেডা। ব্যোম্—ব্যোম্! (নৃত্য করণ)

পত্নী। আরে অমন কত্তিছিস্ ক্যান—অমন কত্তিছিস্ ক্যান ? তুই যে কেমন হ'য়ে গেলি ?

ব্যাধ। ব্যোম্—ব্যোম্!

পত্নী। ওরে ব্যোম্ ব্যোম্ কনে ? ব্যোম্ ব্যোম্ কনে ? চোখে দেখি না।

ব্যাধ। ওরে ছাখ্লি আর পরাণে বাঁচবি নি— পরাণে বাঁচবি নি! ঐ

দ্যাখ্ মাগি, বেলগাছে কি দ্যাখ্, আলোর ঝাঁঝ দ্যাখ্, যেন দশটা সূয্যি উঠেছে। ওরে, আর মোর বাক্যি সর্‌তিছি না রে, আর মোর বাক্যি সর্‌তিছি না! ব্যোম্ ব্যোম্ মোরে ডাক্‌তিছে, আর মুই এখানে থাহি? ওরে মাগি, ব্যোম্ ব্যোমের সাথ মুই চল্লাম! (পতন)

পত্নী। ও মিন্সে—ও মিন্সে! ও মা কনে যাব গো, মিন্সে যে ঢলি পড়লো গো! ক্যানে মিন্সেরে গাছতলায় আন্‌লাম, মোর মাথা খাতি কন্‌থে ব্যোম্ ব্যোম্ আলো রে! ও মিন্সে—ও মিন্সে, কনে গেলি রে! মোর কি হবে রে, মোর বাছাদের কি হবে রে! (মূর্চ্ছা)

(যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম য-দূত। এই যে বেটা, এইখানে ম'রতে এসেছে।

২য় য-দূত। চল, বেটা—চিরকাল জীবহত্যা ক'রেছে, এইবার নরকের ঠ্যালাটা বুঝ্‌বে।

১ম য-দূত। চিত্রগুপ্ত তেমন বান্দা নয়, সব খতেন আছে।

২য় য-দূত। নে নে, বেটাকে বেঁধে নিয়ে চল্।

(শিবদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম শিব-দূত। সাবধান, ব্যাধের আত্মা স্পর্শ করিস নে।

২য় য-দূত। এই দ্যাখ্ আবার কি ফ্যাসাদ দ্যাখ্।

১ম য-দূত। কেহে বাপু তুমি?

২য় শিব-দূত। আমরা শিব দূত; নন্দীর আজ্ঞায় ব্যাধকে কৈলাসে নিয়ে যাব।

২য় য-দূত। হাঃ—হাঃ, চিরকাল যে জীবহত্যা ক'রলে, সে শিবলোকে যাবে!

২য় শিব-দূত। সে সব আমরা জানি না; নন্দীকেশ্বরের আজ্ঞায় একে আমরা কৈলাসে নে যাব।

২য় য-দূত। তবে আমরাও ধর্ম্মরাজের আদেশে একে যমপুরে নিয়ে যাব। নে রে নে—বাঁধ্।

১ম শিব-দূত। তবে ম'লি।

১ম য-দূত। জ্বালাতন করিস নে, নিজের কাজে যা চ'লি।

১ম শিব-দূত। তবে দেবো নাকি ত্রিশূলের খোঁচা ?

১ম য-দূত। যমদণ্ডের বুঝি জান না মজা ?

১ম শিব-দূত। ভয় করিনে যমরাজকে, যম-দণ্ড তো ছার !

১ম য-দূত। বুঝেছি তবে সাধ হ'য়েছে দেখ্‌তে যমের দ্বার।

১ম শিব দূত। এখনও বল্‌ছি, ভালয় ভালয় যা রে বেটা সরে।

১ম য দূত। দেখ্‌ছিস বেটা যম-দণ্ড মুণ্ড যাবে উড়ে॥

১ম শিব-দূত। কার মুণ্ড ওড়ে তবে দেখ্‌ রে ব্যাটা ভাখ্।

১ম য দূত। রে পাষণ্ড, যম-দণ্ডে মুণ্ড তবে রাখ্॥

(উভয় দলের যুদ্ধ)

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। রে অবোধ যমদূত, এখনও নিবৃত্ত হ। অকারণ কেন শিবদূতের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছিস ?

১ম য-দূত। প্রভু, ব্যাধ চিরকাল জীবহত্যা ক'রে আস্‌ছে, এ যমরাজের অধিকারভুক্ত, চিত্রগুপ্তের আদেশে আমরা একে নিতে এসেছি।

নন্দী। চিত্রগুপ্তকে ব'লো, ব্যাধ ফাল্গুনী-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে, সমস্ত দিন উপবাস ক'রে, রাত্রে বিল্বপত্র প্রদানে শিবপূজা ক'রেছে, সেই পুণ্যে এর শিবলোক-প্রাপ্তি হবে।

১ম য-দূত। প্রভু, কি ব'লছেন ? হিংস্রক ব্যাধ-হৃদয়ে কোন কালেই ভক্তি ছিল না, সে আবার শিবপূজা ক'রলে।

নন্দী। ব্যাধ স্বেচ্ছায় শিবপূজা করে নি বটে, কিন্তু কল্য রাত্রে দুর্য্যোগ-

বশতঃ এই বিল্ববৃক্ষে আরোহণ ক'রে নিশিযাপন করে। ব্যাধের অজ্ঞাতে ব্যাধের হস্ত হ'তে বিল্বপত্র শিবলিঙ্গের উপর পড়ে, তিথি-মাহাত্ম্যে সে শিবরাত্রি-মহাব্রতের ফল পেয়েছে। ব্যাধ নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রেছে, এক্ষণে শিবলোকে আনন্দে বিহার ক'রবে।

১ম য-দূত। প্রভু, ধন্য শিবরাত্রি-মাহাত্ম্য! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

নন্দী। এক্ষণে তোমরা যাও; চিত্রগুপ্তকে ব'লো, যে ব্যক্তি শিবরাত্রি মহাব্রত ক'র্‌বে, তার কোটি কোটি জন্মের পাপ সঞ্চিত থাক্‌লেও সে চতুর্ব্বর্গ লাভে শিবলোক প্রাপ্ত হবে।

যমদূতদ্বয়। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[যমদূতদ্বয়ের প্রস্থান।

নন্দী। যাও, ব্যাধের দেহ পবিত্র মন্দাকিনী-সলিলে প্রদান করো।

[ব্যাধের দেহ লইয়া শিবদূতদ্বয়ের প্রস্থান।

ব্যাধ-পত্নী। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) কি হ'লো—কি হ'লো, কোথা গেল—কোথা গেল!

নন্দী। মা, শোক ক'রো না. সদাশিবের কৃপায় তোমার স্বামী শিবলোকে গমন ক'রেছে। এই রত্ন লও, লক্ষ্মী তোমার গৃহে অচলা থাক্‌বেন। বৎসর বৎসর শিবরাত্রি ক'র্‌বে, শিবের কৃপায় সন্তান দু'টী ল'য়ে চিরসুখিনী হবে। দেহান্তে স্বামীসহ কৈলাসে স্থান পাবে।

ব্যাধ-পত্নী। প্রভু, আমার স্বামীকে আর একটিবার দেখ্‌তে পাব না?

নন্দী। বৎসে, যদি সাধ হ'য়ে থাকে, কৈলাসে তোমার স্বামী হর-পার্ব্বতীর উপাসনায় নিযুক্ত—দর্শন করো।

[প্রস্থান।

(সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। বৎস! এই সেই বিল্ববৃক্ষতল, শিবরাত্রি-ব্রত-মাহাত্ম্যে ব্যাধ

শিবলোক প্রাপ্ত হ'য়েছে। এই দেখ—ব্যাধপত্নী। নন্দীকেশ্বরের কৃপায় আজ কৈলাস দর্শন ক'রে নয়ন সার্থক করো, জন্ম পবিত্র করো!

পট পরিবর্ত্তন

—:০:—

কৈলাস—হরপার্ব্বতী আসীন।

পদতলে প্রমথগণসহ ব্যাধ।

(সমবেত সঙ্গীত)

জয় জয় হর-পার্ব্বতী!
হৃদয়ে আঁকি নেহার ধ্যানে একাসনে শিব-সতী
আধ দীর্ঘ জটা বিশাল, আধ ঘন কুন্তলজাল,
আধ সুধা আধ গরল, মিলিত পুরুষ-প্রকৃতি॥
ধন্য ব্রত ধন্য গরিমা, ধন্য জীব ধন্য মহিমা,
ধন্য পিতার অসীম করুণা, ধন্য পুণ্য শিবরাতি॥

যবনিকা